দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 10 MAY 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

১৭ মে শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের এক ঘণ্টা কর্মবিরতি

স্টাফ রিপোর্টার ॥ বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন আগামী ১৭ মে সারা দেশে শিক্ষকদের একঘণ্টা কর্মবিরতির কর্মসূচী ঘোষণা করেছে। বর্তমান সরকার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের শতকরা ১০ ভাগ বর্ধিত বেতন স্কেল প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত শতকরা ৩০ ভাগ মহার্ঘ ভাতা না দেয়ার কৌশল হিসাবে বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের চাপের ওপর রাখার জন্য এবং আমলাতন্ত্রের থাবা ও দলীয়করণকে তৃণমূল পর্যায়ে বিস্তৃত করার লক্ষ্যে শিক্ষক প্রতিনিধিদের সঙ্গে কোনরূপ আলোচনা ব্যতিরেকে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কমিটি গঠন করার সাম্প্রতিক সরকারী ঘোষণার প্রতিবাদে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন এই কর্মসূচী ঘোষণা করে। শুক্রবার ফেডারেশনের এক সভায় এই কর্মসূচী গৃহীত হয়।

ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় বলা হয়, সরকারের সাম্প্রতিক এই আদেশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্তশাসনের ওপর হস্তক্ষেপকারী এবং প্রচলিত বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠান পরিচালনা বিধি, শিক্ষকদের চাকরি বিধি এবং শিক্ষকদের অধিকার ও মর্যাদা সংক্রান্ত ইউনেস্কো, আইএলও সুপারিশমালার সুস্পষ্ট পরিপন্থী বিধায় গ্রহণযোগ্য নয়।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম, বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আসাদুল হক, ফেডারেশনের অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে এসএমএ জলিল, খান মোশারফ হোসেন। শিক্ষক নেতৃবৃন্দ তাঁদের বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন শিক্ষক, কর্মচারী, প্রশাসন, বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয়, মন্ত্রণালয় সকলের অবাবদিহিতায় সমভাবে বিশ্বাস করে এবং শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনাক্রমে তাঁদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের ভিত্তিতে সম্মিলিত উদ্যোগে শিক্ষার মানোন্নয়নে বদ্ধপরিকর এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সঞ্জাব্য সব প্রকার সহযোগিতাদানে বিশ্বাসী। কিন্তু জোর করে চাপিয়ে দেয়া শিক্ষকদের মর্যাদার পরিপন্থী অবাস্তব ও অকার্যকর আদেশ প্রত্যাহার করা না হলে ফেডারেশন বৃহত্তর কর্মসূচী গ্রহণ করতে বাধ্য হবে।